

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ (৫৮)

৫৮- সূরা আল্ মুজাদেলা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আল্লাহ্ অবশ্য সেই মহিলার কথা গুনিয়েছেন, যে তাহার স্বামীর সম্বন্ধে তোমার সহিত বিতর্ক করিতেছিল এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ করিতেছিল । এবং আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের বাক্যলাপ শুনিতেছিলেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রাভা, সর্বপ্রভা ।

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْكِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ خَوَائِكَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ②

৩। তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত 'মিহার' করে (অর্থাৎ 'মা' বলিয়া ফেলে, তাহাদের এইরূপ বলাতে), তাহারা তাহাদের 'মা' হয় না; তাহাদের মা কেবল উহার যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে । এবং নিশ্চয় তাহারা নিশ্চয় এবং মিথ্যা কথা বলে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমশীল ।

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مِمَّا مَنَ أَهْمَتُهُمْ إِن مَّحَرَّتْهُمُ إِلَّا إِلَىٰ ذَلِكُمْ هُمُ وَإِنْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ مُّكَاثِبِينَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ ③

৪। এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত 'মিহার' করে অতঃপর তাহারা যাহা বলিয়াছে উহাতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে অবশ্যই একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দিতে হইবে । ইহাই সেই বিষয় যে সম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে । এবং তোমরা যে কর্মই কর তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَهَا قَالَوا قَدْ أَخَذَ الرَّحْمَنُ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَا ذَلِكُمْ قَدْ عَفُوًّا بِهِ وَاللَّهُ عَاتِلٌ غَيْرٌ ④

৫। কিন্তু যে (গোলাম) না পায়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে । কিন্তু সে যদি ইহাতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাকে ষাট জন মিসকীনকে আহার্য্য দিতে হইবে । ইহা এই জন্য যেন তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁহার রসুলের উপর ঈমান আনিতে পার । এবং এইগুলি আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা; এবং কাকেরদের জন্য রহিয়াছে যন্তপাদায়ক আযাব ।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَنْطِقْ فَأُطْعَمُ سِتِينَ وَسَكِينًا ذَلِكِ بُرْءَانُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ حَدُّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ⑤

৬। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের বিরোধিতা করে, তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেভাবে তাহাদের

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَيُؤَاكِلْنَ كُتُبَ

পূর্ববর্তীদিগকে অপদস্থ করা হইয়াছিল, এবং আমরা অবশ্যই সম্পূর্ণ নিদর্শনাবলী ন্যায়ন করিয়াছি। এবং কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অবধারিত আছে।

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وَلَا يَكْفُرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ①

৭। যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। আল্লাহ্ ইহা হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু তাহারা উহা ভুলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর

يَوْمَ يَعْتَصِمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
أَخْصَاهُ اللَّهُ وَنُصُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ①

[৭] সাক্ষী।

৮। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সব জানেন? তিন জনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে তিনি তাহাদের চতুর্থজন না হন; এবং না পাঁচ জনের হয় যাহাতে তিনি তাহাদের ষষ্ঠজন না হন, এবং (সংখ্যায়) ইহার অপেক্ষা অল্প হউক অথবা অধিক হউক তিনি আবশ্যই তাহাদের সঙ্গে থাকেন— তাহারা যেখানেই থাকুক না কোন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّوَابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا
خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ①

৯। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, অতঃপর তাহারা পুনরায় সেই কাজই করে যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পাপ কার্য, সীমানংঘন এবং রসুলের অবাধাতা করিবার জন্য গোপন পরামর্শ করে? এবং যখন তাহারা তোমার নিকট আসে তখন তাহারা তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন করে যেভাবে আল্লাহ্ও তোমাকে অভিবাদন করেন নাই, এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে বলে, 'আমরা যাহা বলি তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে আঘাত দেন না কেন?' তাহাদের জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يُعَادُونَ
بِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعِدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَكَ حَيْوَتُكَ بِمَا
لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ ۖ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا
يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا
فَإِنَّمَا الْعَوْلَىٰ ①

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপ কার্য, সীমানংঘন এবং রসুলের অবাধাতা সম্পর্কে গোপন পরামর্শ করিও না; বরং পূণ্য কাজ এবং তাকওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ কর, এবং তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্ তাহাদের নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا تَنَجَّيْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا
بِالْآثِمِ وَالْعِدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَتَّبِعُوا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ

১১। নিশ্চয় (মন্দ বিষয়ে) গোপন পরামর্শ কেবল শয়তান হইতে, যেন সে ঐ সকল লোকদিগকে দুঃখ দেয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, অথচ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে সে তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। সুতরাং মো'মেনগণকে আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা মজলিসে জায়গা খোলা রাখিয়া বস' তখন তোমরা জায়গা খোলা রাখিয়া বসিও, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রশস্ততা দান করিবেন। এবং যখন বলা হয় 'তোমরা উঠ' তখন তোমরা উঠিয়া পড়; তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মর্যাদাসমূহে সমুন্নত ও সম্মানিত করিবেন। এবং তোমরা যে কন্ট করি উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

১৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে! যখন তোমরা রসূলের সহিত পৃথকভাবে পরামর্শ করিতে চাহ, তোমরা তোমাদের পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান করিও। ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং পবিত্রতার কারণ হইবে। কিন্তু যদি তোমরা কিছু দিতে না পার তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়।

১৪। তোমরা কি তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা দিতে ভয় কর? সুতরাং যখন তোমরা একত্র কর নাই এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তোমরা নামায কয়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ এবং তাহার রসূলের আনুগত্য কর। এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

১৫। তুমি কি তাহাদের দিকে লক্ষ্য কর নাই যাহারা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষন করিয়াছেন, তাহারা তোমাদের মধ্য হইতেও নহে এবং তাহাদের মধ্য হইতেও নহে; এবং তাহারা জাতিসারে মিথ্যা বিষয়ের কসম খাইতেছে।

১৬। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় তাহারা যে কর্ম করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

১৭। তাহারা তাহাদের কসমকে ঢাল বানাইয়া নইয়াছে এবং তাহারা ইহা দ্বারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ হইতে

إِنَّمَا التَّحْوِي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَرْبِهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ
قَلِيلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُم تَفْسَحُوا فِي
الْمَجْلِسِ فَامْشَوْا فَيَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمُ وَإِذَا قِيلَ
انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَاسَعْتُمُ الرُّسُلَ فَفَرِّمُوا
بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَأَظْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ءَاسْتَفْتَمُ أَن تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

إِخْذُوا زِينَتَكُمْ جَنَّاتٍ فَصْذَوْنَ عَنْ سَبِيلِ

নিরুত্ত রাখিতেছে, সুতরাং তাহাদের জন্য লাক্ষ্যনাশনক আযাব অবধারিত ।

১৮ । না তাহাদের ধন-সম্পদ এবং না তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র মোকাবেলায় কোনও কাজে আসিবে । ইহারা ই আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে বসবাস করিতে থাকিবে ।

১৯ । যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুজ্জিত করিবেন, তখন তাহারা তাহার সম্মুখে এইভাবেই কসম খাইবে যেভাবে তাহারা তোমাদের সম্মুখে কসম খায়, এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা কোন বিষয়ের উপর (ভিত্তি করিয়া) আছে । সাবধান ! নিশ্চয় তাহারা ই মিথ্যাবাদী ।

২০ । শয়তান তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহ্র যিকর (সম্মরণ) ডুলাইয়া দিয়াছে । ইহারা ই শয়তানের দল । সাবধান ! নিশ্চয় শয়তানের দল ই ক্ষতিগ্রস্ত ।

২১ । নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা ই লাক্ষিতদের অন্তর্ভুক্ত ।

২২ । আল্লাহ্ ফয়সলা করিয়া লইয়াছেন : 'নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণ ই বিজয়ী হইব । নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী ।

২৩ । তুমি এমন কোন কণ্ঠম পাইবে না যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং (অপরদিকে) তাহারা তাহাদিগকেও ভালবাসে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, যদিও তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষ অথবা তাহাদের সন্তান-সন্ততি অথবা তাহাদের ভ্রাতৃবন্দ অথবা তাহাদের গোত্র-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন । ঐ সকল লোক ই এমন, যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ (প্রকৃত) ঈমান অঙ্কিত করেন এবং তিনি তাহার সম্মিধান হইতে বাণী দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করেন, এবং তিনি তাহাদিগকে এমন জামাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের উল্লেখ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে । তথায় তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট । ইহারা ই আল্লাহ্র দল, জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্র দল ই সফলকাম হইবে ।

اللَّهُ فَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑤

لَنْ نَقْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⑥

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَنِيًّا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَسْبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمْ الْكَذِبُونَ ⑦

إِسْتَخَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۖ إِلَّا إِنْ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⑧

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ⑨
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ⑩

لَا يَحْدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ ۖ وَنَهَىٰ أَوْلِيَاءَهُمْ جَنَّتْ تَحَرُّيَ مِنْ تَحْتِهَا ۖ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ ⑪